# এসো মুক্তির মোহনায়

গাজী আতাউর রহমান

প্রকাশনায় :
আই. এস. সি.এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫৭১৩১
ওয়েব : www.iscabd.org
ফেইসবুক : www.fb.com/iscabd91



প্রকাশ কাল :

| | |
|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ |
| দ্বিতীয় প্রকাশ | : নভেম্বর ১৯৯৮ |
| তৃতীয় প্রকাশ | : আগস্ট ২০০০ |
| চতুর্থ প্রকাশ | : ডিসেম্বর ২০০৩ |
| পঞ্চম প্রকাশ | : নভেম্বর ২০০৪ |
| ষষ্ঠ প্রকাশ | : নভেম্বর ২০০৫ |
| সপ্তম প্রকাশ | : জুন ২০০৮ |
| অষ্টম প্রকাশ | : জুলাই ২০১০ |

নির্ধারিত মূল্য : সাত টাকা মাত্র

ESHO MUKTIR MOHONAI
By- Gazi Ataur Rahman
Published by I.S.C.A Publications
55/B Purana Paltan (2nd Floor), Dhaka- 1000
Fixed Price - Taka 7.00 Only

## লেখকের কথা

প্রতিটি মানুষের মনেই দুটি মৌলিক প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক– প্রথমত কোথা থেকে সে এসেছে, পৃথিবীতে তার কী দায়িত্ব এবং পরবর্তী জীবনে কী হবে? দ্বিতীয়ত পৃথিবীতে এত হানাহানী, কাটাকাটি, মারামারি কেন? আর এ অরাজক পরিবেশ থেকে উত্তরণের পথই বা কী? সেই সাথে একজন মুসলমান হিসেবে আমার কী দায়িত্ব?

মূলত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটি এ পর্যন্ত সাতবার প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকসমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা সহজেই অনুমেয়। সেই সাথে নতুন আঙ্গিকে পরিমার্জিতরূপে বইটির অষ্টম প্রকাশ পাঠকসমাজে আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আশাবাদী।

এ রচনাটি পাঠ করে যদি কেউ জীবনজিজ্ঞাসা ও যুগজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পায় এবং সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে বইটি সামান্যও সহায়ক হয়, তাহলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে স্বার্থক বলে মনে করবো।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করুন। আমীন

-গাজী আতাউর রহমান



একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে এসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কখনো কি গভীরভাবে ভেবেছি? আমরা তো অনেক ছোট-খাট বিষয় নিয়েও অনেক চিন্তা করি, আমার অভিভাবক আমাকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়েছেন ভালো রেজাল্ট করার জন্য। যদি রেজাল্ট খারাপ হয়, তাহলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন বা রাগ করবেন। কিন্তু আমরা কি এ চিন্তা করি যে, পৃথিবীতে আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করে পাঠানো হয়েছে? আমাদের এখানে কর্তব্য কী?

যে শুধু নিজে বড় হওয়ার জন্য এবং ভালোভাবে চলার জন্য চিন্তা করে, অথচ নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মৃত্যুর পরের পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে না, সে কি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বোকা নয়? কোন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষ তো এমন বোকামী করতে পারে না। অতএব আমরা যারা পাগল, নির্বোধ বা বোকা নই, তাদের অবশ্যই জানা উচিত আমাদের স্রষ্টার পরিচয় কী? আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী এবং আমাদের পরিণতি কী?

## স্রষ্টার পরিচয়

আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, জগতের সকল কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর সবকিছুই যাঁর পরিকল্পনা ও পরিচালনায় শৃঙ্খলিতভাবে চলছে, তিনি তাঁর পরিচয় গোপন রাখেননি। সেই মহান সত্তা নিজেই তাঁর যথার্থ পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে তিনি পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছেন–

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىۡءٍ وَّهُوَ الۡوَاحِدُ الۡقَهَّارِ

"বল! আল্লাহই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি একক বা মহাপরাক্রমশালী।" (সূরা রা'দ, আয়াত : ১৬)

আল্লাহ তা'আলা যে শুধু আমাদের সৃষ্টিই করেছেন, তা-ই নয়; বরং তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু। তিনি আমাদের সৃষ্টি করে প্রতিপালকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই আমাদের রিজিক দেন। তিনি আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক এবং যুবক থেকে বৃদ্ধে উত্তীর্ণ করেন। তিনি আমাদের সুস্থ রাখেন, আবার অসুস্থও তিনিই করেন। তিনি কাউকে গরীব করেন, আবার কাউকে ধনী করেন। কাউকে রাজা বানান, আবার কাউকে বানান প্রজা।

খাদ্য-শষ্য তাঁরই অনুগ্রহের সৃষ্টি। মানুষ ইচ্ছা করলেই বাম্পার ফলন ফলাতে পারে না। যেমন পারে না ইচ্ছা করলেই বন্যা-ঘূর্ণিঝড় ঠেকাতে।
অতএব আমাদের সৃষ্টির পাশাপাশি আমাদের প্রতিপালনের একমাত্র প্রভুও আল্লাহ তা'আলাই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন–

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থ : "হে মানুষ! তোমাদের সেই প্রতিপালকের দাসত্ব কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলেই কেবল তোমরা পরিত্রাণ পেতে পারবে।" ( সূরা বাকারা, আয়াত : ২১)
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাহলে কেন সৃষ্টি করেছেন? আমাদের সৃষ্টির পেছনে মহান রাব্বুল আলামীনের কি কোন উদ্দেশ্য নেই? অবশ্যই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অনর্থক, উদ্দেশ্যহীনভাবে আমাদের সৃষ্টি করেননি। যারা আল্লাহ তা'আলার এই উদ্দেশ্যের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে না, তারা চরম বোকা এবং অপরিণামদর্শী মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় লোকদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন–

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

অর্থ : "তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?" (সূরা আল মু'মিন, আয়াত : ১৫)
তাহলে আমাদের অবশ্যই জানা উচিত– আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন।

## মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন, তাও তিনি নিজেই পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মানুষ সৃষ্টির কারণ বর্ণনা করে তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ : "আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)



উপরোক্ত আয়াতের আলোকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে বুঝতে হলে আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্ব কী জিনিস, তা বুঝতে হবে। দাসত্ব অর্থ নিরঙ্কুশ আনুগত্য বা গোলামী। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও গোলামী করার জন্য। অতএব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও গোলামীর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হবে।
আল্লাহর দাসত্ব শুধু সালাত, সাওম, হজ্ব, যাকাত ও তসবীহ-তাহলীলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এসব কিছুর সাথে আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানা, দীনি জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন ও সম্পদ ব্যয় করা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা–এ সমগ্র কিছুই হল আল্লাহর ইবাদতের অংশ।
অতএব, যে ব্যক্তি জীবনের কোন একটি অংশে স্বেচ্ছায় আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দিবে অথবা আল্লাহ্‌র দাসত্বের পরিবর্তে অন্য কারো দাসত্ব মেনে নিবে, তার ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণতা পাবে না।
যেমন কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করল, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে আনুগত্য করল এমন বিধান বা ব্যক্তির, যা আল্লাহ কিছুতেই পছন্দ করেন না, তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুতেই পছন্দনীয় হতে পারে না; চাই সে যতই নামাজ পড়ুক, যতই রোজা রাখুক, যতই হজ্ব করুক।
আল্লাহ তা'আলা কিন্তু কারও আনুগত্য বা গোলামীর মুখাপেক্ষী নন। পৃথিবীর একটি মানুষও যদি আল্লাহর ইবাদত না করে, তবুও তাঁর কিছু যায় আসে না। এরপরও আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তাঁরই গোলামী করার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষেরই কল্যাণ ও শান্তির জন্য এবং আখিরাতে মহাপুরস্কারে ভূষিত করার জন্য।
এখন মানুষ যদি পৃথিবীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামী বা আনুগত্য না করে, তাহলে পরস্পরে একে অপরের গোলামে পরিণত হবে, মানুষ মানুষকে শাসন করবে, অভিশপ্ত শয়তান মানুষের মাঝে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষকে কল্যাণ ও শান্তির পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে তাদের কল্যাণ ও নাজাতের জন্য একমাত্র তাঁরই গোলামী করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা না হলে আল্লাহর গোলামীর পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ সর্বত্র ফুটে ওঠে না। আর আল্লাহর গোলামীর মধ্যে মানবজাতির যে অসীম কল্যাণ রয়েছে, দুনিয়াতে এই কল্যাণ ভোগ করতে হলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে

হবে। পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা মানবজাতির কল্যাণের জন্য শুধু প্রয়োজনই নয়, বরং এটি মানুষের ওপর আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব।

## আমাদের পরিচয়

আমরা মানুষ। আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমরা এমনিতেই সৃষ্টি হইনি। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের একজন স্রষ্টা রয়েছেন। যিনি আমাদের জন্যই গোটা জগৎকেও সৃষ্টি করেছেন। বাতাস-পানি, আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-সমুদ্র, তরু-লতা, পশু-পাখি, শস্য-ফলাদি, বৃক্ষরাজি এসবই তিনি সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। এসব কিছুই পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ। কিন্তু এসব উপকরণও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। জীবন ধারনের সকল উপকরণ যথানিয়মে, পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।
আমাদের মৃত্যুরও কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। পৃথিবীর কোন ডাক্তার, কোন বিজ্ঞানী, কোন দার্শনিক আজ পর্যন্ত কোন একজন মানুষের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে পারেনি। অসুস্থ মানুষ যেমন মৃত্যুবরণ করে, তেমনি সুস্থ মানুষও মৃত্যুবরণ করে। বৃদ্ধ মানুষের যেমন মৃত্যু হয়, যুবক ও শিশুরও তেমনই মৃত্যু হয়।
অতএব, আমাদের মৃত্যুদানের পেছনেও নিশ্চয়ই একজন পরিকল্পনাকারী রয়েছেন। তাহলে কে আমাদের সেই সৃষ্টি ও মৃত্যুদানের মালিক? আমাদের জন্য যিনি এতকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করলেন? আমাদেরকে সৃষ্টির পর আবার আমাদের কেন মৃত্যু দেন? মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব? কী হবে আমাদের পরিণতি?
জীবনের সকল পর্যায়ে এবং দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَاءِ فَ فِى الْاَرْضِ

অর্থ : "তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।" (সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৯)
আমাদের সৃষ্টির পূর্বেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একই উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন–



وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَا عِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

অর্থ : ''(হে নবী! আপনি স্মরণ করুন সেই মুহূর্তের কথা) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাচ্ছি।" ( সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০)
মহান রাব্বুল আলামীনের এসব সুস্পষ্ট ঘোষণা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আমাদেরকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর তা হল, সর্বত্র একমাত্র তাঁর গোলামী ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থ হল, জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে নিয়ে গোটা বিশ্বকে আল্লাহপ্রদত্ত নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করার নামই হল আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা। অতএব যেখানেই আল্লাহপ্রদত্ত নীতি ও আদর্শ অনুপস্থিত, সেখানেই তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। যে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে, সে মূলত পৃথিবীতে তার মৌলিক দায়িত্ব উপলব্ধি করতেই চরমভাবে ব্যর্থ।

## মুসলমানের পরিচয়

যারা ইসলামকে দীন বা জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তারাই মুসলমান। আর যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে অথবা ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং অন্য বিধানকেও পাশাপাশি জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

অর্থ : "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্যকোন জীবনবিধান তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৮৫)

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ
مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِالدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ

অর্থ : “তোমরা কি বিধানের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৫)

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُو ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।” (সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)

অতএব ইসলামী বিধানকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করলেই পুরোপুরি মুসলমান হওয়া যাবে। নয়তো কাফের, মুনাফেক, ফাসেক অথবা জালেম হিসেবেই মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামী হতে হবে।

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে অনুসরণ করা যায়। অতএব জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী বিধান ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। যারা বিভিন্ন অজুহাতে ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানকে বর্জন করে, তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। কিন্তু আজ আমরা শুধু ব্যক্তিজীবনে সুনির্দিষ্ট কিছু ইবাদত ছাড়া বাকি জীবনের বৃহত্তর পরিসর–সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান বর্জন করে চলছি। এসব অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা সবাই নিজেদেরকে একজন খাঁটি এবং পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবেই দাবি করে থাকি।

আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, যেখানেই ধর্মীয় পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেখানে যারা গর্বের সাথে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিই; ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ বা অন্যকোন ধর্মের পরিচয় যারা বহন করি না, কেউ মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু বলে সম্বোধন করলে বা মুসলমানিত্বে সন্দেহ পোষণ করলে যারা অন্তরে কষ্ট অনুভব করি, তারা কি ভেবে দেখেছি, আমরা কোন্ কারণে বা কেন মুসলমান?

বাস্তব অবস্থা এই যে, ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সকল পর্যায়ে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং সকল পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার গোলামী করতে প্রস্তুত রয়েছি, এমন মুসলমানের সংখ্যা আমাদের মাঝে খুবই কম।

আমরা বরং মুখে মুসলমান দাবি করলেও বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাগুতের গোলামী করছি এবং ইসলামবিরোধী ব্যবস্থাকে জীবনবিধান হিসেবে বরণ করে নিয়েছি। আমাদের মাঝে অনেকে এমনও রয়েছি, যারা ইসলামী বিধান গ্রহণ করা তো দূরের কথা; বরং বিভিন্নভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে থাকি।



উদাহরণস্বরূপ ইসলামের বিধান হল, রাসূল (স.)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এখন আমরা বাস্তব জীবনে অনেকে কার্ল মার্কস, লেলিন, মাও-সেতুং বা মুজিব, জিয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহর আদর্শের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই। এতে করে আমরা অনিবার্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করি, তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করেও কী করে আমরা মুসলমান–তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়।

তাহলে কি আমরা শুধু নামেই মুসলমান? আমার পূর্বসূরি মুসলমান বিধায় কি আমি মুসলমান? মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েছি বলেই কি আমি মুসলমান? আমার বংশ মুসলমান বলেই কি আমি মুসলমান? মুসলমান সমাজে জন্মেছি বলেই কি আমি মুসলমান? একটি বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কি আমি মুসলমান? এ জাতীয় মুসলমানিত্বের মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে কি কোন মূল্য আছে? দুঃখজনক হলেও বাস্তব, এ প্রকৃতির মুসলমানের সংখ্যাই আমাদের মাঝে বেশি।

অথচ যারা মনেপ্রাণে ইসলামকে গ্রহণ করে আল্লাহর গোলামী এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার করেও যারা তা পালন করে না, তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। অতএব আমরা যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দীন হিসেবে গ্রহণ না করে বরং বংশগত কারণে, সামাজিক কারণে বা পূর্বপুরুষের পরিচয়ে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকি, তারা কি এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখেছি?

## আমাদের পরিণতি

আমরা যারা আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালন করছি না এবং ইসলামী জীবনবিধানকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করছি না বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম চেষ্টাও করছি না, তাদের পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতেই চরম ভয়াবহ।

ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ, কোন সমাজ, কোন সভ্যতা বা কোন রাষ্ট্র কোনদিন প্রকৃত শান্তি পেতে পারে না। ইসলাম ছাড়া এ পৃথিবীতে আরো অনেক মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। এখনও অনেক মতাদর্শ বিদ্যমান। কিন্তু কোন আদর্শই মানুষের চিরকল্যাণের পথ দেখাতে পারেনি। কল্যাণ তো দূরের কথা, পৃথিবীর সকল মতাদর্শ মিলেও মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি।

ইসলামই একমাত্র জীবনাদর্শ, যা শুধু মানুষের সকল জাগতিক সমস্যারই সমাধান দেয়নি, বরং মৃত্যুর পরও এক অফুরন্ত শান্তির সন্ধান দিয়েছে। অতএব ইসলাম ছাড়া অন্যকোন আদর্শ তথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে যারা শান্তির আশ্বাস খোঁজে, তারা মূলত শান্তির কপালে পদাঘাত করে অশান্তির চরম বিভীষিকাকে স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনসঙ্গী করে নেয়।

মূলত যে মহান প্রভু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভাল জানেন আমাদের শান্তি ও কল্যাণের পথ কোনটি। এখন আমরা যদি আমাদের

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

অর্থ : "তোমরা কি বিধানের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৫)

অতএব আল্লাহর গোটা বিধানকে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করতে হবে। নয়তো আমাদেরকে ভয়ংকর পরিণতি বরণ করতে হবে। এ ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পুরোপুরি প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। দুনিয়াতে যদি আমরা আল্লাহর বিধানকে পুরোপুরি গ্রহণ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের করুণ পরিণতি থেকে বাঁচার প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কল্যাণ ও নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন।

## আমাদের প্রস্তুতি

মূলত দুনিয়ার গোটা জীবনটাই পরকালের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। আমাদের মূল টার্গেট হল আখিরাত। আখিরাতের অসীম-অশেষ জীবনকে শান্তিময় করার জন্যই আমাদেরকে পৃথিবীর অনিশ্চিত ও সংক্ষিপ্ত জীবন সাজাতে হবে। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্য আমরা কত রকম প্রস্তুতি নিই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ভালো চাকুরী করব, এ আশায় আমরা চৌদ্দ বছরের টার্গেট সামনে নিয়ে প্রাইমারীতে ভর্তি হই। অথচ আগামী এক বছরও আমি বাঁচবো কিনা–এরও কোন গ্যারান্টি নেই।

মৃত্যু যে অবধারিত, তা কারও অজানা নয়। মৃত্যুর পর কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নামেও আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তারপরও এম.এ পাশ, কামিল পাশ, দাওরা পাশ, ডাক্তারী পাশ বা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার জন্য জীবনের শুরু থেকেই টার্গেট নির্ধারণ করে আমরা যেমন গুরুত্বের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করি, আমরা কি আজীবন জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য সে তুলনায় সচেষ্ট রয়েছি?

তাহলে কি আমরা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি? যারা এরূপ করে, সেসব বোকাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন–

أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ



অর্থ : "তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" (সূরা তওবা, আয়াত : ৩৮)

আমরা স্বাভাবিকভাবে মনে করি–ভালো পড়ালেখা না করলে, রেজাল্ট ভালো করতে না পারলে জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা যাবে না। ভালো চাকুরী পাওয়া যাবে না। সমাজে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া যাবে না বা সুন্দরী নারীকে বিয়ে করা যাবে না।

এসব চিন্তা করেই আমরা ভালোভাবে লেখাপড়া করি এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিই। কিন্তু আমি কি একবারও ভেবে দেখেছি যে, দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসূলের তরীকা অনুযায়ী প্রস্তুতি না নিলে আমাদের আখিরাতের জীবন অন্ধকার! আখিরাতের জীবন অন্ধকার হলে পৃথিবীতে আমাদের আগমন ও অবস্থান গরু-ছাগল, কুকুর-শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ের।

আমি যদি সত্যিই একজন বিবেকবান হই, তাহলে কি আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগৎকে উজ্জ্বল ও সুখময় করার সহজ-সরল প্রস্তুতির পথ অনুসন্ধান করা উচিত নয়? আমার বাস্তব বিবেক বুদ্ধি দিয়ে অবশ্যই আমাকে এমন একটি নির্ভেজাল পথ-পদ্ধতি ও মিশন খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।

## প্রস্তুতির সঠিক পদ্ধতি

দুনিয়াতে আখিরাতের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি নিতে হলে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিরঙ্কুশ দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি পেতে হলে, আমাদেরকে প্রথমে প্রস্তুতির সঠিক পদ্ধতি তালাশ করতে হবে। মূলত মহানবী (স.)–এর জীবনাদর্শই হল সঠিক পদ্ধতির চূড়ান্ত মডেল।

দুনিয়াতে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, রাসূলে খোদা (স.)-এর নেতৃত্বে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সেই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে গেছেন। তাহলে চলুন আমরা অনুসন্ধান করে দেখি, প্রিয়নবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোন্ পদ্ধতিতে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করেছেন।

মৌলিকভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তিনটি কাজ করেছেন।

প্রথমত : দীনের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তা'লীম তারবিয়াতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধনের চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয়ত : জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে দীনকে বিজয়ী করেছেন।

রাসূল (স.) প্রদর্শিত এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অনুসৃত এই মৌলিক তিনটি কাজের কোন একটাকে বাদ দিয়ে কেউই পুরোপুরি দীনের ওপর চলছে বলে দাবি করতে পারবে না। এই মৌলিক দায়িত্বগুলো

যথাযথভাবে পালিত না হলে কারও জীবনে এবং কোন ভূখণ্ডে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও প্রভুত্ব কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর এ দায়িত্বগুলো কারও পক্ষে একা একা পালন করাও সম্ভব নয়। একা একা চেষ্টা করে শুধু ব্যক্তিজীবনেও পূর্ণাঙ্গ দীনের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতির তরীকাও এমন নয়।

অতএব দুনিয়ার জীবনে সঠিক প্রস্তুতির তিনটি মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সাহাবায়ে কেরামের নমুনায় তিনটি পূর্বশর্ত অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমত : সংঘবদ্ধ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : একজন খোদাভীরু যোগ্য নেতা বেছে নিতে হবে।

তৃতীয়ত : নেতার যথাযথ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্রকৃতপক্ষে সংঘবদ্ধ একটি বাহিনী, বলিষ্ঠ একজন নেতা এবং যথার্থ আনুগত্যশীল কর্মীবাহিনী ছাড়া ইসলামের প্রকৃত অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) বলেছেন–

قَالَ عُمَرُ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِأِ مَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ

অর্থ : "সংঘবদ্ধতা ছাড়া ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ছাড়া সংঘবদ্ধ হওয়া যায় না এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বও হয় না।" (হাদীস শরীফ)

অতএব একথা পরিস্কার যে, আমরা যদি আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাই এবং দুনিয়ার সার্বিক মুক্তি ও আখিরাতের নাজাতের যথার্থ প্রস্তুতি নিতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একজন বলিষ্ঠ খোদাভীরু আমীরের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে সাহাবায়ে কেরামের নমুনায় দাওয়াত, জিহাদ ও আত্মশুদ্ধির পথ অনুসন্ধান করতে হবে।

একজন সচেতন মুসলমান হিসেবে এই দায়িত্বানুভূতিটুকু যখনই কারও অন্তরে জাগ্রত হবে, সে তখনই একজন যোগ্য আমীর ও একটি সহীহ দীনি সংগঠন তালাশ না করে স্থির থাকতে পারে না। একজন যোগ্য

আমীর এবং যথার্থ দীনি সংগঠন তালাশ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই তাদের মাঝে নবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের তিনটি মৌলিক কর্মসূচি : দাওয়াত, তারবিয়াত ও জিহাদের সমন্বয় খুঁজে পেতে হবে। যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স.)–এর



গোটা নবুয়তী জিন্দেগীর সমন্বয় নেই এবং পূর্ণাঙ্গ দীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ও স্বচ্ছ কোন কর্মসূচী নেই, তাদের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালনের আশা করা যায় না।

আবার শুধু মুখে মুখে বা কাগজে কলমে পূর্ণাঙ্গ দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী দেখেও আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়া সমীচীন হবে না। বরং আমি যখন পূর্ণাঙ্গ দীনের ওপর চলার জন্য কোন আমীরের নেতৃত্বে কোন সংঘবদ্ধ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিব, তখন অবশ্যই আমাকে এমন এক আদর্শিক সংগঠন বেছে নিতে হবে, যাদের কথায় ও কাজে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং যারা তুলনামূলকভাবে হকের পথে থেকে সুন্নত তরীকায় চলার ক্ষেত্রে কোন আপসকামিতার পরিচয় দেয় না।

তুলনামূলক কথাটা এজন্য উল্লেখ করা হল যে, দুঃখজনক বাস্তবতা হল–দীন প্রতিষ্ঠার নামে এ দেশে অনেক সংগঠন রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সীমিত বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে পুরোপুরি হক একটি সংগঠন খুঁজে বের করা হয়তো জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তো বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করা যাবে না। অতএব তুলনামূলক বিবেচনায় কুরআন-হাদীস ও বাস্তব চিন্তার আলোকে যে সংগঠনকে অধিক হক মনে হয়, সেটাকেই আমাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

অতএব সচেতন বিবেকবানদের প্রতি, বিশেষ করে তরুণ-যুব সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা ও ঈমানী দাবি নিয়ে আহবান জানাচ্ছি–এসো আমরা মুক্তির মোহনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শয়তানের পাঁজরে প্রচন্ড আঘাত করে মহাপরাক্রমশালী প্রভুর রাজত্ব কায়েম করি। এসো, আমরা একটি অপ্রতিরোধ্য ইসলামী বিপ-বের প্রস্তুতি নিই, একটি সত্যনিষ্ঠ তেজোদীপ্ত জিহাদী মিশনের পতাকাতলে সমবেত হই।

## ইশা ছাত্র আন্দোলন প্রস্তুতির একটি মিশন

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করে এসেছি, এতে আমাদের অনুসন্ধিৎসু বিবেকে স্বাভাবিকভাবেই এই আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে যে, আমরা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের নিরঙ্কুশ দাসত্বের মাধ্যমে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে চাই। আর সেই যথার্থ প্রস্তুতির জন্যই একজন আমীরের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ দীনি সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে হবে। এ ভূখণ্ডে আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি দীনি সংগঠন খুঁজে বের করতে হবে, যে সংগঠনটির অধীনে আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে পারি।

আশেপাশে তাকালে হয়তো আমরা অনেক সংগঠনই খুঁজে পাব। কিন্তু সবার মাঝেও আজ আমরা হকের ঝাণ্ডা নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের নমুনায় তেজোদীপ্ত একটি সংগঠনকে আগুয়ান দেখতে পাই। বিশিষ্ট আলেমেদীন হযরত পীর সাহেব চরমোনাই'র নেতৃত্বে রূহানিয়াত ও জিহাদের সমন্বিত চেতনায় উজ্জীবিত 'ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন' এ ভূখণ্ডে তুলনামূলকভাবে নবীন হলেও ইতোমধ্যেই গোটাদেশে জিহাদ স্পন্দিত তারুণদের মাঝে আলোড়নের ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯১ সনের ২৩ আগস্ট জন্ম নিয়ে দেশের হক্কানী পীর-মাশায়েখ ও দীনদার উলামা বুদ্ধিজীবীগণের দিক-নির্দেশনায় ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এখন গোটা বাংলাদেশের দামাল ছাত্র তরুণদের কানে আপসহীন জিহাদের গর্বিত বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

এসো না, আমরাও একবার পরখ করে দেখি–ওরা কিসের বার্তা বহন করছে! এসো না, আমরাও চিন্তা করে দেখি–মহামুক্তির মহান মোহনায় শামিল হওয়া যায় কিনা!

## এসো মুক্তির মোহনায়

কে বলেছে প্রস্তুতির এখনও বহু সময় বাকি? তুমি কি বলতে পার আগামী দিন বাঁচবে কি-না? তাহলে কেন অযথা সময় নষ্ট করছ? শুধু পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই তুমি এতো প্রস্তুতি নিচ্ছ, এতো ব্যস্ততা তোমার, অথচ তোমাকে পৃথিবীতে কেন পাঠানো হলো, তা-ই তুমি ভুলে বসেছ! তুমি কি জানো, আল্লাহ তোমাকে কেন এতো ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন? তোমাকে কেন সৃষ্টি জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন?

আল্লাহ তোমাকে দিয়ে পৃথিবীর অনেক বড় কাজ করাতে চান। আল্লাহ তাঁর এই সুন্দর পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছেন। পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করবে তুমিই। আল্লাহর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পৃথিবী চালাবে শুধু তুমিই। অন্য কাউকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এমনকি জ্বীন-ফেরেশতাদেরকেও নয়। এজন্যই তো তোমার এতো উচ্চ মর্যাদা। সৃষ্টি জগতের মাঝে স্রষ্টার প্রতিনিধি শুধু তুমিই।

তুমি কি ভেবে দেখেছ, তুমি এখন কী করছ? তুমি কি চাও না রাব্বুল আলামীন তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসুক?

সেই সবচেয়ে ভালোবাসার কাজটি কী জান? তা হল–'আল্লাহর পথে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা।' তুমি কি আল্লাহর পথে আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছ? সংঘবদ্ধ না হলে তোমার ওপর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তুমি কেমন করে পালন করবে? একা একা তো সম্ভব নয়!



তুমি কি ভাবছ, বর্তমান যুগে এ দেশে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব? এ জন্য তুমি হতাশ হয়ে বসে আছ? এটা তো চরম বোকামী। কারণ তোমার কাজ তো শুধু আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো। তাহলেই তো আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আল্লাহর ভালোবাসাই তো বড় পাওনা, আর ইসলামী হুকুমত তো উপরি পাওনা। আর আল্লাহ তো মুমিনগণকে হতাশ হয়ে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন।

তারপরও কি তুমি বসে থাকবে? তাহলে কি তুমি আল্লাহর পথে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার সুযোগ পাচ্ছ না? তোমার জন্য তো খুবই সহজ সুযোগ করে দিয়েছে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন নামের বিপ-বী কাফেলাটি। এ কাফেলায় শামিল হয়ে তুমি অতি সহজেই হয়তো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ভালোবাসার বস্তুটির সন্ধান পেতে পার।

শুধু কি আল্লাহর ভালোবাসা? বরং এই আদর্শিক কাফেলার সংস্পর্শে এলে তুমি দেখবে শয়তান আর তাগুত ছাড়া সকলেই তোমাকে ভালোবাসবে। পৃথিবীতে তুমি প্রকৃত শান্তির সন্ধান পাবে, আখিরাতে পাবে মুক্তি। আসবে কি তুমি মুক্তির এই মোহনায়?

॥ সমাপ্ত ॥